সিরাজগঞ্জ জলা সমিতি, ঢাকা

স্থাপিত ঃ ১৯৮৪ ইং

রেজিস্ট্রেশন নং- ঢ-০১৯৩৮/১৯৮৬

সংশোধীত গঠনতন্ত্র

২০২১

(খসড়া)

(একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক অরাজনৈতিক সংগঠন।)

Scanned with CamScanner

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৪

দ্বিতীয় প্রকাশ (সংশোধিত আকারে) : ১৯৯২

তৃতীয় প্রকাশ (পুনঃ সংশোধিত আকারে) :

Scanned with CamScanner

মুখবন্ধ

জীবন-জীবিকা, শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রয়োজনে নিজ জন্মভূমি সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জনপদ থেকে আসা মানুষ ঢাকা ও বৃহত্তর ঢাকা জেলার উপকণ্ঠে বসবাসকারী অধিবাসীর মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ, একতা, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি এবং ঢাকায় বসবাসকারী সিরাজগঞ্জবাসীর কল্যাণ ও নিজ জেলা সিরাজগঞ্জের উন্নয়নে সর্ব প্রকার সহযোগিতা এবং সমষ্টিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় 'সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা'।

অতঃপর, উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তায় ০২/০৪/১৯৮৪ তারিখে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রওশন আলীর নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি প্রণীত 'খসড়া গঠনতন্ত্র' আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া ২১/১২/১৯৮৪ সালে সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয়।

পরবর্তীতে সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনায় পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ১৯৯২ সালে সাধারণ সভায় আরো কিছু সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করিয়া সংশোধনী আনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

দীর্ঘ পরিক্রমায় সমিতির সম্পৃক্ততা, বিস্তৃতি ও কর্মপরিধি অনেক বাড়িয়াছে। সময় ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনে অনেক আগেই এর কাঙ্ক্ষিত অধিকতর পুনঃ সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তায় ২০১৯-২০২০ মেয়াদ কালের নির্বাহী পরিষদ সংশোধনীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সমিতির সংশোধীত গঠনতন্ত্র (১৯৯২) সংশোধনে 'গঠনতন্ত্র সংশোধন উপকমিটি' গঠন এবং উক্ত কমিটির প্রস্তাবিত সংশোধনী কার্যনির্বাহী পরিষদে বিসদ আলোচনা, প্রস্তাব ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইনী পরামর্শক এর পরামর্শ সমন্বয়ে চূড়ান্ত করিয়া 'সংশোধীত গঠনতন্ত্র ২০২১' বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২১ এ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইলো।

তারিখ ঃ ঢাকা
১৪ / ০১ / ২০২২

ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মনিরুজ্জামান
মহাসচিব
সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা'

Scanned with CamScanner

গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপকমিটি ২০২১

জনাব আলহাজ্ব এ, কে নুরুল হুদা মনি	: আহবায়ক
জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী কবির হায়দার	: যুগ্ম-আহবায়ক
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	: সদস্য
জনাব মোঃ শাহীন কামাল	: সদস্য
জনাব এস. এম. মাহবুব-উল-আলম	: সদস্য
জনাব নবী নেওয়াজ খান বিনু	: সদস্য
জনাব জাহাঙ্গীর আলম বাশি	: সদস্য
জনাব সিরাজুল ইসলাম রনি	: সদস্য
জনাব মোঃ ফিরোজ আল আমিন	: সদস্য
জনাব ডঃ আবু সাঈদ খান	: সদস্য
জনাব ইঞ্জিনিয়ার এস.আর তালুকদার	: সদস্য
জনাব ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মনিরুজ্জামান	: সদস্য
জনাব নাসিরউদ্দিন বাদল	: সদস্য সচিব

Scanned with CamScanner

১। নামকরণ :
ইহা ঢাকা মহানগরী, টংগী, সাভার-নবীনগর, আশুলিয়া, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ ও নরসিংদী পৌরসভা সমূহ ও এর উপকণ্ঠে বসবাসকারী সিরাজগঞ্জ জেলার অধিবাসীবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার নাম হইবে 'সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা'। অতঃপর উহা 'সিরাজগঞ্জ সমিতি' নামেই উল্লিখিত হইবে। "সমিতি ভূক্ত এলাকা" বলিতে উর্পযুক্ত এলাকাসমূহ বুঝাইবে।

২। প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা :
এই সমিতি হইবে একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

৩। প্রধান কার্যালয় :
এই সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় মিরপুরে হাউজিং এস্টেটস্থ সেকশন-২ এর প্লট # ৬/৩, হোল্ডিং নং ৬/সি-তে নিজস্ব জায়গায় নির্মিত 'সিরাজগঞ্জ ভবন' এ অবস্থিত থাকিবে।

৪। রেজিষ্ট্রেশন :
১৮৬০ সনের সমিতি রেজিস্ট্রারি আইনের ২১ নং ধারার আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা হিসেবে এই সমিতি রেজিস্ট্রার্ড। যাহা ঢ-০১৯৩৮/৮৬ নং স্মারক মূলে পাওয়া গিয়াছে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
এই সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ
ক) সমিতি ভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী সিরাজগঞ্জ জেলার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে একতা, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌর্হাদ্য, সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া এবং পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি করা।

খ) সাধারণভাবে সিরাজগঞ্জ জেলা এবং উল্লেখিত এলাকার সিরাজগঞ্জবাসীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-গর্বে সংহতি প্রকাশ করাসহ ঢাকায় বসবাসরত সিরাজগঞ্জবাসীর কল্যাণ ও নিজ জেলা সিরাজগঞ্জের উন্নয়নে সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা এবং সমষ্টিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করা ।

গ) সিরাজগঞ্জ জেলার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করতঃ উৎসাহিত ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং কল্যাণ কামনা করা। বিশেষকরে সিরাজগঞ্জ জেলার যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি, এইচএসসি ও সম-মানের পরিক্ষায় ভালো ফলাফল করে উচ্চতর শিক্ষা নিতে আগ্রহী তাদের মাঝে উৎসাহ ব্যঞ্জক আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করা ।

ঘ) সিরাজগঞ্জ জেলার বিপন্ন, অভাবগ্রস্থ ও গরীব-অসুস্থ লোকদিগকে সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা করা।

Scanned with CamScanner

ঙ) সিরাজগঞ্জ জেলা ও সমিতিভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী নিঃস্ব, নিঃসহায় কপর্দকহীন মৃত ব্যক্তির দাফন/সৎকার সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা।

চ) সিরাজগঞ্জ জেলা হইতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অসহায় দুস্থ ও চিকিৎসা ব্যয় বহনে অসমর্থ রোগীদের চিকিৎসাসেবায় সহযোগিতা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ছ) সিরাজগঞ্জ জেলা হইতে আগত সাহায্যপ্রার্থী বিপদগ্রস্থ মানুষদের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানবিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জ) বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া সিরাজগঞ্জ জেলার দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ ও দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্য করা এবং আপদকালীন প্রয়োজনীয় তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করতঃ সক্রিয় আর্থিক ও মানবিক সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করা

ঝ) সিরাজগঞ্জ জনপদের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগ লাঘব এবং সর্ব-সাধারণের মৌলিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আইন-সংগত উপায়ে সমাধানে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঞ) সিরাজগঞ্জ জনপদের ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়সমূহকে লালন করে এর সার্বিক উন্নয়ন সাধনে উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ট) প্রতি বছর সিরাজগঞ্জ জনপদের ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়সমূহকে লালন করিয়া সামাজিক মিলনমেলা, বর্ষবরণ, বনভোজনের ও অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সম্বোর্ধনা, সম্মাননা ও শোকসভা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঠ) ঢাকায় সমিতির নিজস্ব জায়গায় নির্মিত নিজস্ব স্থাপনা "সিরাজগঞ্জ ভবন"কে কেন্দ্র করিয়া সমিতির সকল প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হইবে।

ড) সমিতির নিজস্ব "সিরাজগঞ্জ ভবন"- এ একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা এবং সিরাজগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের প্রকাশিত বই সহ দেশ-বিদেশের সকল বিষয়ে প্রকাশিত সংরক্ষণযোগ্য বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঢ) সিরাজগঞ্জ জনপদের অদক্ষ কর্মক্ষম মানুষের দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্তে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়া এবং দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্য করা এবং তাদের শিক্ষার উন্নতি সাধনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।

Scanned with CamScanner

ণ) বৃহত্তর পাবনা জেলার আওতাধীন থাকাকালে তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমা বাসীদের অর্থ, সাহায্যে ও পরিশ্রমে নির্মিত পাবনা সমিতি (যাহার প্রধান কার্য্যালয়-৮, মালিবাগ, ঢাকা) এর ন্যায্য হিস্যা আদায় বা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা (প্রযোজ্য সময় পর্যন্ত)।

ত) খরিদ, লীজ, বন্ধক বা ভাড়ার মাধ্যমে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া বা অনুরূপভাবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়, লীজ, বন্ধক, চার্জ, উন্নয়ন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করা।

থ) সমিতির নিজস্ব "সিরাজগঞ্জ ভবন" বা অনুরূপ ভবন বা স্থাপনার ভাড়া দেওয়াযোগ্য স্থাপনা ভাড়া দেওয়া বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আইন সংগত ব্যবসা পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দ) সিরাজগঞ্জ জেলার সকল অধিবাসীদের (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বর্হিবিশ্বে) মধ্যে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্তার এবং অনুশীলন করার প্রয়াসে স্ব-স্ব এলাকায় গঠিত 'সিরাজগঞ্জ সমিতি' নামে অনুরুপ সমিতি সমূহের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা, পারস্পারিক সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা আদান-প্রদান করা এবং ঐ সকল সমিতি সমুহকে সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির, ঢাকার সংসৃষ্ট (Affiliated) সমিতি হিসেবে অর্ন্তভুক্তিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধ) 'সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি' মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক কল্যাণকর সামাজিক সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করিবে। এই চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষে সিরাজগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে এর প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নিয়ে কাজ করিবে। মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জের অবদানকে দেশ ও সারা বিশ্বে তুলিয়া ধরার প্রয়াস নিবে।

৬। সদস্য পদ :

ঢাকা মহানগরী, টংগী, সাভার-নবীনগর, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ ও নরসিংদী পৌরসভা সমূহের উপকণ্ঠে বসবাসকারী সিরাজগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যে কোন পেশাজীবি/কর্মজীবি ব্যক্তি যার বয়স আঠার বৎসর বা তদুর্দ্ধ হইলে এবং এই সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিতে রাজি হইলে সে/তিনি এই সমিতির সদস্য হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। সমিতির সদস্যগণ 'জীবন সদস্য' হিসেবে গণ্য হইবেন।

ক) জীবনসদস্য : সমিতির নির্ধারিত এককালিন জীবনসদস্য ফি তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়া নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিলে যাচাই-বাছাই করত সমিতির নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলেই জীবনসদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। জীবনসদস্যগণ সমিতির সকল সাধারণ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, ভোটাধিকারের ক্ষমতা থাকিবে এবং নিবার্হী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

খ) সদস্যদের অধিকার : সমিতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, নির্বাচিত হওয়া বা নির্বাচিত করা। সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বাধীনভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা; সভায় বন্ধুসুলব উপস্থাপনায় গঠনমূলক বক্তব্য, মতামত, প্রস্তাব ও আবেদন পেশ করা।

Scanned with CamScanner

গ) জীবনসদস্য ফি : সমিতির জীবনসদস্য ফি এককালীন ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা ।

ঘ) সমিতির শৃঙ্খলা : সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচি বা সমিতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি কোনো কাজ করিলে বা সমিতির তহবিল তসরুপ বা অনুরুপ কোনো সম্পদ আত্মসাত করিলে তা সমিতির আদর্শ পরিপন্থি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে গণ্য হইবে। সমিতির শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে যে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নির্বাহী পরিষদ অভিযোগের ভিত্তিতে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। প্রধান পৃষ্ঠপোষক/উপদেষ্টা পরিষদ

ক) প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সিরাজগঞ্জ জেলা হইতে যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী সভায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন তিনি পদাধিকার বলে এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবেন। একের অধিক মন্ত্রী থাকিলে সরকারের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে মন্ত্রী পরিষদের তালিকায় ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ স্থানে যিনি অবস্থান করিবেন তিনি পদাধিকার বলে এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবেন। মন্ত্রী পর্যায়ের কেউ না থাকিলে মন্ত্রী পদ মর্যদায় অথবা সাংবিধানিক পদে যিনি অধিষ্ঠ থাকিবেন তিনি এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবেন। উপরোক্ত পদ সমূহের কেউ না থাকিলে সিরাজগঞ্জ জেলার মাননীয় সাংসদবৃন্দের মধ্যে থেকে নির্বাহী পরিষদ প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করিবেন। মৃত্যুজনিত বা অন্য কোন কারণে এই পদ শুন্য হইলে উপদেষ্টামন্ডলীর মতামতের আলোকে নির্বাহী পরিষদ প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করিবেন।

খ) উপদেষ্টা পরিষদ

সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির সমস্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকল্পে প্রয়োজনবোধে পরামর্শ প্রদানের নিমিত্তে সমিতিভুক্ত এলাকার বসবাসকারী জীবনসদস্যদের মধ্য হইতে বিশিষ্ঠ ব্যক্তি ও সিরাজগঞ্জ জেলা হইতে নির্বাচিত মাননীয় সাংসদবৃন্দ ও সংরক্ষিত আসনের মাননীয় মহিলা সাংসদ সমন্বয়ে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। মাননীয় সাংসদবৃন্দ পদাধিকার বলে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য থাকিবেন। জেলা-উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা সমূহের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং মেয়রগণ এই উপদেষ্টা পরিষদের 'অলঙ্কিত সদস্য' হিসেবে গণ্য হইবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও মেয়াদ : নতুন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হইয়া অভিসিক্ত হওয়ার ১(এক) মাসের মধ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবেন। এর মেয়াদকাল পরবর্তী নতুন নির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব নিয়া পুনরায় নতুন করিয়া উপদেষ্টা পরিষদ গঠন (বাধ্য বাধকতায় করা) না করা পর্যন্ত।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা ঃ সমিতির বিশেষ প্রয়োজনে উপদেশ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় প্রধান পৃষ্টপোষকের সদয় সম্মতি নিয়া উপদেষ্টা পরিষদের সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে। এই সভা সমিতির সভাপতির অনুমতিক্রমে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আহবান করিবেন।

Scanned with CamScanner

৮। নির্বাহী পরিষদ

ক) সমিতির কার্যসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব একটি নির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

খ) নিম্নবর্ণিত ৪১ জন কর্মকর্তা ও সদস্য লইয়া একটি নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

সভাপতি	১ জন	
সহ-সভাপতি	৫ জন	
সাধারণ সম্পাদক	১ জন	
যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক	২ জন	
অর্থসম্পাদক	১ জন	
সহ- অর্থসম্পাদক	১ জন	
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	
দপ্তর সম্পাদক	১ জন	
সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	১ জন	
ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	
ত্রাণ ও পূর্নবাসন সম্পাদক	১ জন	
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন	
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	
লাইব্রেরী বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	
তথ্যপ্রযুক্তি ও মানব উন্নয়ন সম্পাদক	১ জন	
ছাত্র কল্যাণ ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	
নির্বাহী সদস্য	১৮ জন	(উপজেলা ভিত্তিক ৯ জন + (জেলা ভিত্তিক ৯ জন)
মোট	৪১ জন	

প্রস্তাবিত সংশোধনী ঃ গ)নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল : নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগণ সাধারণ ভাবে সমিতির জীবন সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন। নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বছর। তবে দৈবিক কোনো জরুরী পরিস্থিতির (Force majeure) কারণে নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল বর্ধিত করণের বাধ্যবাধকতা দেখা দিলে নির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে এই মেয়াদকাল সর্বচ্চ ১ (এক) বছর বর্ধিত করা যাইবে। নির্বাহী পরিষদ বর্ধিত করণের সিদ্ধান্ত রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ পরিষদের মেয়াদকালের জন্য নির্বাচিত হইয়া নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

Scanned with CamScanner

ঙ) সমিতি সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে পরিচালনায় সহজিকরণে উপবিধি প্রণয়ন করিবার জন্য সভাপতি , সহ- সভাপতিগণ ও সদ্য প্রাক্তন সভাপতি সমন্বয়ে গঠিত নীতি নির্ধারনী কমিটি থাকিবে । সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে এই নীতি নির্ধারনী কমিটির সদস্য হইবেন। এই কমিটি প্রণিত কোনো উপ-বিধি সমিতির গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা বিধি পরিপন্থী হইলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ কোন উপবিধির প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই কার্যকরি থাকিবে।

চ) নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের এর মেয়াদ :

নির্বাহী পরিষদের ' সভাপতি' ও 'সাধারণ সম্পাদক' পদে একাধারে দুই মেয়াদ কালের ('মেয়াদকাল 'বলিতে নির্বাহী পরিষদের কার্যকালকে বুঝায়) অধিক সময় একই পদে বা উভয়ের কোন পদেই আর থাকিতে পারিবেন না বা পূনঃ নির্বাচিত হইতে পারিবেন না বা একই পদে বা উভয়ের যে কোন পদেই অধিষ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা হারাইবেন। এক্ষেত্রে পরবর্তিতে যোগ্যতা হারানোর অববহিত পর হইতে দুইটি মেয়াদকাল পর পূণরায় উল্লিখিত পদদ্বয়ের যেকোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

৯। নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

ক) নির্বাহী পরিষদ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করিবেন এবং এই কার্যসমূহ বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উপর তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে এবং সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা বহির্ভূত নয় এমন সর্ব বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইব।

খ) নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যপদ খালি হইলে উক্ত পদ খালি হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে জীবন সদস্যদের মধ্যে হইতে কো-অপ্ট করে পূরণ করিতে পারিবেন।

গ) নির্বাহী পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি 'সম্পদ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' করিবেন। এই কমিটি নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতিমন্ডলী ও সদস্যদের সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হইবে। সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন। এই 'সম্পদ-ব্যবস্থাপনা কমিটি'র গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদন নিতে হইবে।

সম্পদ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও মেয়াদ ঃ নতুন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হইয়া অভিসিক্ত হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক এই 'সম্পদ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করিবেন। এর মেয়াদকাল পরবর্তী নতুন নির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব নিয়ে পুনরায় নতুন করে 'সম্পদ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন (বাধ্য বাধকতায় করনীয়) না করা পর্যন্ত। নির্বাহী পরিষদের কার্যক্রম অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে এই কমিটি দৈনন্দিন কার্যক্রম (Routine Work) চালাইয়া যাবেন এবং পরবর্তীতে নিবার্হী পরিষদের কাছে থেকে ঘটনা-উত্তর অনুমোদন করাইয়া লইবেন।

Scanned with CamScanner

ঘ) সম্মানী ভাতা অথবা বেতন প্রদানের ভিত্তিতে নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ঙ) সমিতির আয় পূর্বোল্লিখিত সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন।

চ) নির্বাহী পরিষদকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ ছাড়া অন্যবিধ আয়ের শতকরা ১০ ভাগ আয় বাধ্যতামূলক ভাবে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রাখিতে হইবে। সমিতির সাধারণ সভায় গৃহীত অনুমোদন ব্যতীত স্থায়ী আমানতের কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

ছ) সাহায্য পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য বা ফেরত যোগ্য ধার মঞ্জুর করার অধিকার নির্বাহী পরিষদের থাকিবে।

জ) নির্বাহী পরিষদকে সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব উপযুক্ত রেজিষ্ট্রীতে রাখিতে হইবে।

ঝ) সর্বপ্রকার ব্যয়ে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন লইতে হইবে এবং সমিতির পরিচালনার জন্য যাবতীয় ব্যয় সমিতির তহবিলের হিসাবের অর্ন্তভুক্ত হইতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হইবে। প্রতি মাসের খরচের বিবরন পরবর্তী মাসের / অব্যবহিত নির্বাহী পরিষদের সভায় দাখিল ও অনুমোদন করাইয়া নিতে হইবে।

ঞ) ১৮৬০ সালের সমিতি রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৪ ধারা মতে নির্বাহী পরিষদ সমাজ কল্যাণ পরিষদের মহা-পরিচালকের নিকট প্রয়োজন মত বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিবে।

ট) নির্বাহী পরিষদ যদি মনে করেন যে, সিরাজগঞ্জ জেলার কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সমিতির/সিরাজগঞ্জ জেলার/দেশের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য/গুরুত্ব/গৌরবোজ্জল কার্য সম্পাদন করিয়াছেন/অবদান রাখিয়াছেন তবে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সমিতির পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যক্তিত্বের 'সম্মানী জীবন সদস্য' হিসেবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঠ) সমিতির নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য বা জীবনসদস্য যদি সমিতির আদর্শ ও শৃংখলা পরিপন্থি কোনো কাজ বা সমিতির সুনাম নষ্ট হইয়াছে এরুপ কোনো কর্মকান্ডের জন্য অপসারণ করার প্রয়োজন হয় তবে নিবার্হী পরিষদ সমিতির আর্দশ ও শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে বা তাহাদিগকে সমিতির নির্বাহী পরিষদের পদ/জীবনসদস্য পদ থেকে অপসারণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী পরিষদের সভায় তাঁহার বা তাঁহাদের বক্তব্য শুনিবার পর অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে অপসারণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

Scanned with CamScanner

ড) নির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য নির্বাহী পরিষদের পর পর ৩টি সভায় সভাপতি বা 'সাধারণ সম্পাদক' কে অবহিত না করিয়া যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে নির্বাহী পরিষদ ঐ পদ শূণ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং এই পদগুলিতে জীবনসদস্যদের মধ্যে থেকে কো-অপট করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া নির্বাচন উত্তর আরো ৪ জন অতিরিক্ত নির্বাহী সদস্য রুপে জীবনসদস্যদের মধ্যে থেকে কো-অপট করিতে পারিবেন।

ঢ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতি বৎসর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন। তবে যদি নভেম্বর মাস রমজান মাস হয় বা অনিবার্য কোন কারণ ঘটে তবে সমিতির সাধারণ সভা নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন ।

ণ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির কার্যসমূহ সুষ্ঠরূপে নির্বাহের জন্য বছরের শুরুতে সারা বছরের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং বিভাগীয় সম্পাদকদের দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত প্রাক্কালিত বাজেট সমূহ সমন্বয় করিয়া বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন এবং অনুমোদন করাইয়া লইবেন। প্রয়োজনে যে কোন সময় বাজেট পুনঃ মূল্যায়ন করিতে পারিবেন।

ত) নির্বাহী পরিষদ প্রতিবছর উপযুক্ত হিসাব নিরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া হিসাব পত্র পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্ত পরীক্ষিত হিসাব সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

থ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির অনুশ্রুত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ণে বিভিন্ন উপ-কমিটি অনুমোদন দিবেন। এই উপ-কমিটি সমূহ নির্বাহী পরিষদের একজন সহ-সভাপতি/ নির্বাহী সদস্যকে আহব্বায়ক ও একজন সদস্যসচিব করিয়া নির্বাহী পরিষদের ৭ জন সদস্য নিয়া গঠিত হইবে। পরবর্তীতে এই উপ-কমিটি কাজের সুবিধার্থে নির্বাহী পরিষদ বা জীবনসদস্যদের মধ্য থেকে কো-অপট করে কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

দ) নির্বাহী পরিষদ সমিতির কার্যকলাপের বার্ষিক রিপোর্ট তৈয়ার করিবেন এবং সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

ধ) নির্বাহী পরিষদ তিন বৎসর মেয়াদী কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই সমিতির সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন । তবে দৈবিক কোনো জরুরী পরিস্থিতির (Force majeure) কারণে নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল বর্ধিত হইলে ঐ মেয়াদকাল শেষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। এ ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল শেষ হইবার অন্ততঃ দুই মাস পূর্বেই তিন সদস্য বিশিষ্ট 'নির্বাচন কমিশন' গঠন করিবেন। ইহার একজন হইবেন নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুইজন হইবেন সদস্য। নির্বাহী পরিষদের কেহই এই নির্বাচন পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না। নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কালীন সময়ে দৈনন্দিন কার্যক্রম (Routine Work) আওতায় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন। এই 'নির্বাচন কমিশনের' কোন সদস্যই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

Scanned with CamScanner

ন) যদি নির্বাহী পরিষদ যথাসময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হন, তবে নির্বাহী পরিষদ মেয়াদউত্তর পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রধান পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা পরিষদের সন্মানিত সদস্য ও জীবনসদস্যগণের সমন্বয়ে একটি বিশেষ সভা ডাকিবেন। এই সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক অথবা তাঁর মনোনিত উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যের মধ্যস্থতায় একটি অস্থায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিবেন। এই অস্থায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৫ দিনের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া নিয়মিতভাবে সমিতির যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করিবেন এবং চলতি সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই ১৫ এর (ক) ধারায় উল্লেখিত পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন এবং নতুন নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

১০। সমিতির তহবিল ও আয় ব্যয়ের হিসাব

ক) সমিতির তহবিল:
সমিতির তহবিল নিম্নোক্ত উৎস হইতে গঠিত হইবে :

(১) সমিতির সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান;
(২) অন্য কোন উৎস হইতে এককালিন অনুদান;
(৩) সমিতির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও নিজস্ব স্থাপনা হইতে আয়কৃত/আয় লব্ধ টাকা।

খ) ব্যয়ের এক্তিয়ার : নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ব্যতিত সমিতির তহবিল হইতে কোন অর্থ খরচ করা যাইবে না। বিশেষ জরুরী ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের সভা ডাকা সম্ভব না হইলে সমিতির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক বা অর্থসম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া দশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে অনুমোদন দিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যয় নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় ঘটনা উত্তর অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। সমিতির যে কোন খরচে সভাপতির অনুমোদন লাগিবে। সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদাধিকারবলে সাংগঠনিক কর্মকান্ডে আপ্যায়ন বাবদ প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করিয়া খরচ করতে পারিবেন।

গ) ব্যাংক একাউন্ট : নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত এক বা একাধিক তফসীল ব্যাংকে অথবা কোন স্বায়ত্বশাসিত ব্যাংকে প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা বিবেচনায় সুবিধা মত ব্যাংক একাউন্ট করিয়া সমিতির অর্থ আমানত রাখিতে হইবে। সমিতির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক এবং অর্থসম্পাদক এই তিনজনের যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট খুলিতে হইবে এবং টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে তিনজনের যে কোন দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট হইতে টাকা উত্তোলন করা যাইবে।

১১। নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা এবং সদস্যবর্গের নির্বাচনী যোগ্যতা :

সমিতির জীবনসদস্যের নাম ভোটার তালিকায় থাকিলেই তিনি নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা বা সদস্য পদের জন্য নির্বাচনী প্রার্থীর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক পদের জন্য ঐ প্রার্থীকে নির্বাচনের তারিখের পূর্বে অন্ততঃ এক সময়কাল সমিতির কর্মকর্তা বা সদস্য হিসেবে থাকিতে হইবে।

সমিতির কোনো জীবনসদস্য যদি সমিতির আদর্শ ও শৃংখলা পরিপন্থি কোনো কাজ বা সমিতির সুনাম নষ্ট হইয়াছে এরুপ কোনো কর্মকান্ডের জন্য ইতোপূর্বে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন তবে তিনি সমিতির নিবার্হী পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হইবেন।

Scanned with CamScanner

১২। সমিতির কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ক) সভাপতি :

১) সমিতির প্রধান। তিনি সমিতির সাধারণ সভা সহ নির্বাহী পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিগণের জ্যেষ্ঠ সদস্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২) কার্য প্রণালী ও শৃংখলার ব্যাপারে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সভাপতি সমিতির কার্যপ্রনালী ও আলোচনার এজেন্ডা পরামর্শ পূর্বক ঠিক করিবেন।

৩) সমিতির কর্মতৎপরতা ও অগ্রগতি তত্ত্বাবধান ও দেখা-শোনার জন্য সভাপতিই দায়ী থাকিবেন। সমিতির অনুশ্রুত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ণে সভাপতি, সহ-সভাপতিমন্ডলী ও সাধারন সম্পাদক এর সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করিবেন ।

৪) সমিতির স্বার্থে সাধারণ সভা এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবার ক্ষমতা এবং তলবী সভা ব্যতীত যে কোন সভা মূলতবী রাখার ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে।

খ) সহ-সভাপতিমন্ডলী:

সহ-সভাপতিমন্ডলী সর্বক্ষেত্রে সভাপতিকে সহযোগিতা প্রদান করিবেন। প্রয়োজনক্ষেত্রে সিনিয়ার সহ-সভাপতির নেতৃত্বে সহ-সভাপতিমন্ডলীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। সভাপতি এর অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিমন্ডলীর জ্যেষ্ঠ সদস্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক:

১) সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের কাজের তালিকা সভাপতির সহিত আলোচনা পূর্বক প্রণয়ন করিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি সমিতির মূখ-পাত্র হিসেবে সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ এবং নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির পক্ষ হইতে পত্র বিনিময় করিবেন।

২) সমিতির দলিল পত্র, দরকারী কাগজ সমূহ এবং সকল সম্পত্তি কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

৩) তিনি সমিতির সদস্য হইবার জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করিবেন এবং সদস্যবর্গের রেজিষ্ট্রারি বই সংরক্ষণ করিবেন।

৪) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে অফিসের কর্মচারী এবং অন্যান্য নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর শৃংঙ্খলাজনিত প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৫) তিনি সমিতির সভাপতির সহিত পরামর্শ পূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের যাবতীয় সভা আহ্বান করিবেন।

Scanned with CamScanner

৬) তিনি সমিতির সভাপতির সহিত পরামর্শ পূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতির জন্য চাঁদা ও অনুদান প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন । সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অত্যাবশ্যক কাজ কর্মে ব্যয় করিবার জন্য তিনি তাঁহার হাতে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত রাখিতে পারিবেন।

৭) তিনি সমিতির নির্বাহী পরিষদের কার্যকলাপের বার্ষিক রিপোর্ট তৈয়ার করিবেন এবং সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

৮) সাধারণ সম্পাদক তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁহার কাজের ভার নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ের যে কোন এক জনের উপর দিতে পারিবেন।

ঘ) যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক :

যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদকদ্বয় সাধারণ সম্পাদক কে তাঁহার সকল কাজকর্মে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) অর্থসম্পাদক :

১) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থসম্পাদক তত্ত্বাবধানে থাকিবে। তিনি রশিদ বই সংরক্ষণ ও বিতরণ করিবেন এবং সমিতির অর্থ সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। তিনি সমিতির আয়-ব্যয় 'হিসাবের রেজিষ্ট্রি খাতায়' ঠিকমত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । তিনি সমিতির যে অর্থ গ্রহণ করিবেন তাহা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত এক বা একাধিক **তফসীল ব্যাংকে** অথবা কোন স্বায়ত্বশাসিত ব্যাংকে প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা বিবেচনায় সুবিধা মত ব্যাংক একাউন্ট করিয়া সমিতির অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখিবেন। তিনি প্রতিমাসে নির্বাহী পরিষদের সভায় আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

২) সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাজেট প্রণয়ন করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিয়া অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৩) অর্থসম্পাদক সমিতির বাৎসরিক চূড়ান্ত আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন তৈরি করিবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রথমে নির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ ও অনুমোদন অতঃপর সাধারণ সভায় পেশ করিবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক অর্থসম্পাদককে হিসাব-নিকাশ ও প্রতিবেদন তৈরি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রয়োজন মতো পরামর্শ দিবেন।

চ) সহ-অর্থসম্পাদক : সহ-অর্থসম্পাদক অর্থসম্পাদককে তাঁহার সকল কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থসম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

Scanned with CamScanner

ছ) সাংগঠনিক সম্পাদক :

তিনি সমিতির নির্বাহী পরিষদের তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার সাংগঠনিক কর্মকান্ডের দায়িত্বভার বহন করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন।

জ) বিষয় ভিত্তিক বিভাগীয় সম্পাদক :

বিভাগীয় সম্পাদকগণ স্ব-স্ব বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সার্বিক ভূমিকা গ্রহণ করিবেন এবং নিজ নিজ দপ্তরের কাজের জন্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১৩। **পদত্যাগ :**

নির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি সমিতির সভাপতি বরাবর আবেদন করিবেন। তাহার পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সভাপতি নিজেই যদি পদত্যাগ করিতে চাহেন তবে তিনি সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র নির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।

১৪। **সভাসমূহ :**

ক) বার্ষিক সাধারণ সভা

১) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো স্থানে বৎসরে একবার নভেম্বর মাস/নির্বাহী পরিষদের নির্ধারিত তারিখে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক এইরূপ সভার সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, নোটিশ-পত্র ও মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে সমিতির প্রত্যেককে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্বে অবহিত করিবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের মধ্যে সভার কার্যতালিকা, স্থান, তারিখ এবং সময়ের উল্লেখ থাকিবে।

২) বার্ষিক সাধারণ সভা যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইবে তাহা অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাধারণ সভার ১ মাস পূবেই সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌছাইতে হইবে।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যাবলী :

১) নির্বাহী পরিষদের সারা বৎসরের কার্যাবলীর রিপোর্ট এবং পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের বিবৃতি বিবেচনা করণ।
২) পরবর্তী বৎসরের প্রাক্কালিত বাজেট ও কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন করা।
৩) জীবনসদস্যদের যে কেউ সদস্য (নির্বাহী পরিষদের সদস্য ব্যতিত) সভার সভাপতির সম্মতিক্রমে প্রাসঙ্গিক কোন বিষয় উত্থাপন করিলে তাহা বিবেচনা করণ ।

গ) জরুরী সভা :
সমিতির বা নির্বাহী পরিষদের কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন বা বিশেষ জরুরী বিষয় বিবেচনা করার জন্য কোনো জরুরী সভা আহ্বান করিবার ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে। এইরূপ স্থলে সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৭ দিনের নোটিশ এবং নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করার জন্য অন্ততঃ ২৪ ঘন্টার নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন হইবে। এইরূপ জরুরী সভার আহ্বান সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ-পত্র ও মোবাইলে এসএমএস প্রদানে অথবা ডিজিটালী ই-মেইলে ঘোষণা করা যাইতে পারে।

Scanned with CamScanner

ঘ) তলবি সভা :
সমিতির সদস্যগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য তলবি সভা আহ্বান করিতে পারেন। এই তলবি সভার নোটিশ মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে সভাপতির বা সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ তলবি সভার নোটিশ প্রাপ্তির ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদ ১৫ দিনের মধ্যে তলবি সভার আহ্বান করিবেন। এই সময়ে সভা আহুত না হইলে তলবকারীরা ২১ দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সমিতির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে তলবি সভার কোরাম হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাহা বৈধ বলে বিবেচিত হইবে।

ঙ) নির্বাহী পরিষদের সভা কম পক্ষে ৭ দিনের নোটিশ প্রদানে প্রতিমাসে একবার করিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভা প্রয়োজনবোধে বর্ধিত আকারেও করা যাইতে পারে; যেখানে নির্বাহী পরিষদের সদস্যের পাশা-পাশি উপ-কমিটির কো-অপ্টকৃত সদস্যরাও উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৫। সমিতির সাধারণ নির্বাচন :

ক) নির্বাহী পরিষদের সময়সীমা শেষ হইবার পূর্বে সমিতির সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভার পরে সাধারণ নির্বাচন হইবে। সাধারণ নির্বাচনের ভোট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। নির্বাহী পরিষদের সময়সীমা শেষ হইবার অন্ততঃ দুই মাস পূর্বেই নির্বাচন কমিশন গঠন করিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন, নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃ ১ মাস পূর্বেই নির্বাচনের তপসিল ঘোষণা করিবেন। নির্বাচনের পূর্বে রিটার্নিং অফিসার-প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন পদের জন্য মনোনয়নপত্র প্রদান ও গ্রহণ করিবেন। উক্ত মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করিবেন। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রত্যাহার করিবার পরে বৈধ প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করিবেন এবং ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষ হইবার পর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবেন। নির্বাচন সফলভাবে পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসারগণ দায়ী থাকিবেন। নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবার পর হইতে পরবর্তী নতুন নির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান নির্বাহী পরিষদ শুধু দৈনিন্দন কার্যাদি (Routine work) সম্পন্ন করিবে। নতুন কোনো নীতি নির্ধারণী কাজ করিতে পারিবেন না।

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইহা নির্বাচন কমিশনারের নিকট লিখিত ভাবে পেশ করিতে হইবে। এই আপত্তি পাইবার ৭ দিনের মধ্যে উহা বিবেচনায় নিয়া যে রায় প্রদান করা হইবে উহাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি সাধারণ নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষিত হয় তবে সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা ৯ এর অনুচ্ছেদ (ন) অনুস্মরণিত হইবে।

Scanned with CamScanner

খ) প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনের নিকট হইতে নির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদের জন্য ৫,০০০.০০ টাকা, সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য ৩,০০০.০০ টাকা, সহ-সভাপতি ও বিভাগীয় সম্পাদক মন্ডলীদের পদের জন্য ২০০০.০০ টাকা এবং নির্বাহী পদের জন্য ১,০০০.০০ টাকা নগদে জমা দিয়া জমা রশিদ সহ সংগ্রহ করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র যথাযথ ভাবে পূরণের পর মনোনয়নপত্রের সহিত টাকা জমা রশিদ সংযুক্ত করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হইবে। টাকার রশিদ বিহীন মনোনয়নপত্র অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গ) নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ ২,০০০.০০ টাকা ফি সহ নির্বাচন কমিশনার অথবা নির্বাচন পরিষদের যে কোন সদস্যের নিকট লিখিত আকারে পেশ করা যাইবে। **নির্ধারিত ফি জমা ব্যতিরেকে কোন আপত্তি/অভিযোগ বিবেচিত হইবে না।**

১৬। কোরাম :

ক) সাধারণ সভার, বিশেষ সাধারণ সভার, তলবি সভার জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে। নির্বাহী পরিষদের সভার কোরামের জন্য পরিষদের মোট ১/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিত থাকিতে হইবে। নির্বাহী পরিষদের স্থগিত সভার জন্য কোন কোরামের দরকার হইবে না।

খ) তলবী সভায় আবশ্যক নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে তলবি সভার কোনো বৈধতা থাকিবে না।

১৭। ভোট প্রদান :

সভায় যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রস্তাবনায় ভোটাভোটির সময় সভাপতি সহ প্রত্যেক সদস্যই একটা করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। ভোট সমান সমান হইলে সভাপতি একটি কাষ্টিং ভোট বা ২য় ভোট দিতে পারিবেন। সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে এবং সংখ্যালগিষ্ট ভোটে প্রস্তাব পাশে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সভাপতি চূড়ান্ত ঘোষণা করিবেন। সমিতি বা নির্বাহী পরিষদের সকল সভায় সদস্যদের ভোট ব্যক্তিগত ভাবে দিতে হইবে। ক্ষমতা প্রাপ্ত বলে অপর কাহারও দ্বারা ভোট দেওয়া চলিবে না।

১৮। নিয়মাবলি এবং উপবিধিসমূহ :

১) সমিতি সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য উপবিধি প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনে নীতি নির্ধারনী কমিটি উপ-বিধি প্রণয়ন করিবেন। প্রণিত উপ-বিধি সমিতির গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা বিধি পরিপন্থী হইলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কোন উপবিধি প্রণয়ন না হইলে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই কার্যকরি থাকিবে।

২) কেন্দ্রীয় কিংবা স্থানীয় সরকার সময়ে সময়ে সমিতিকে এককালীন বা পুনঃ পুনঃ অর্থ মঞ্জুর করিবার সময়ে যে সকল শর্ত আরোপ করিবেন তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নির্বাহী পরিষদের থাকিবে। কিন্তু দেখিতে হইবে উক্ত শর্তাবলি সমিতির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হয়।

Scanned with CamScanner

৩) নির্বাহী পরিষদ এই নিয়মাবলি বা উপবিধি সমূহ সংযোজন, বিয়োজন,পরিবর্তন, পরিমার্জন করিতে পারিবেন যদি নির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য প্রস্তাবাকারে উহা পাশ করেন। কিন্তু এই সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন সমিতির লক্ষ বা উদ্দেশ্য পরিপন্থী হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৯। গঠনতন্ত্রের সংশোধন

এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা বিধি বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতিত কেহই পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন না। সংশোধনের নোটিশ ১৫ই অক্টোবরের পূর্বেই দিতে হইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে উহা পাশ হইতে হইবে। গঠনতন্ত্রের সংশোধনের প্রস্তাবাবলী রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য প্রদান করিতে হইবে।

২০। সংশোধিত এই গঠনতন্ত্র সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা এর গঠনতন্ত্র হিসেবে গণ্য হইবে এবং ২০২১ সালের সাধারণ সভায় অনুমোদনের অব্যবহিত পর হইতেই কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

Scanned with CamScanner